ডেইরী উন্নয়নে পাবনা জাতের দেশী গরু

ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (ডিডিআরপি)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে কয়েকটি দেশী জাতের গরু রয়েছে এদের মধ্যে পাবনা জাত অন্যতম। এই ভারত উপমহাদেশ বিভাজনের প্রাক্কালে গরুর জাত উন্নয়নকল্পে তৎকালীন ইংরেজ শাসনামলে কিছু উন্নত জাতের ষাঁড় গরু যেমন-হারিয়ানা, সিন্ধি, শাহীওয়াল, থারপারকার এই দেশে বিভিন্ন লোকালয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দেশী গাভীর সাথে উন্নত জাতের ষাঁড়ের প্রজননের ফলে এবং পরবর্তীতে প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বংশানুক্রমে বাহ্যিক আকার ও উৎপাদনের ভিত্তিতে কিছু জাতের সৃষ্টি হয়।

বাছুরসহ একটি পাবনা জাতের গাভী

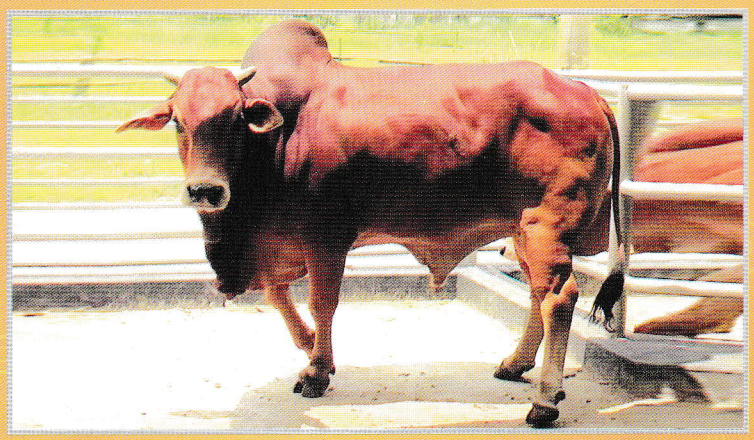

একটি পাবনা জাতের ষাঁড়

ধারণা করা হয়, দেশী গাভীর সাথে হারিয়ানা এবং শাহীওয়াল ষাঁড়ের পর্যায়ক্রমিক প্রজনন, প্রাকৃতিক বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে এই পাবনা জাত তৈরী হয়। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী অনিয়মতান্ত্রিক কৃত্রিম প্রজনন, অধিক দুধ উৎপাদনকারী সংকর জাতের উপস্থিতি এবং সর্বোপরি দেশীয় পাবনা জাতের ষাঁড়ের (বা বীজের) অপ্রতুলতা এই জাতের প্রসারে বাঁধা হয়ে দাড়ায়।

পাবনা জাতের গরুর আবাসস্থল

একসময় এই জাতের গরু সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় অধিক পরিমাণে থাকলেও বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন ও সংকরায়নের যুগে পাবনা জাতের সংখ্যা শহর অঞ্চলে একেবারে নেই বললেই চলে। তবে উক্ত জেলা দুইটির বিভিন্ন উপজেলার গ্রামাঞ্চলে এদের এখনও চোখে পড়ে। এই জাতটি সাধারণত মানুষের কাছে দেশাল নামে পরিচিত। মাঠ পর্যায়ে পাবনা জাতের ষাঁড় ও বীজ সহজ প্রাপ্য না হওয়ায় জাতটি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

পাবনা জাতের গরুর বিশেষ গুণাবলী

পাবনা জাতের গরু দেশীয় আবহাওয়া ও প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় মানানসই এবং অন্যান্য সংকরজাত হতে তুলনামূলক ভাবে অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই জাতের গরুর দৈহিক আকার ও আকৃতি এবং দুধ উৎপাদন অন্যান্য দেশীয় গরুর জাত অপেক্ষায় ভাল থাকলেও বর্তমানে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দিন দিন কমে আসছে। এরা সাধারণত প্রতি বছর একটি করে বাচ্চা দেয় এবং এদের দুধ সুস্বাদু ও উন্নত পুষ্টিগুণসম্পন্ন।

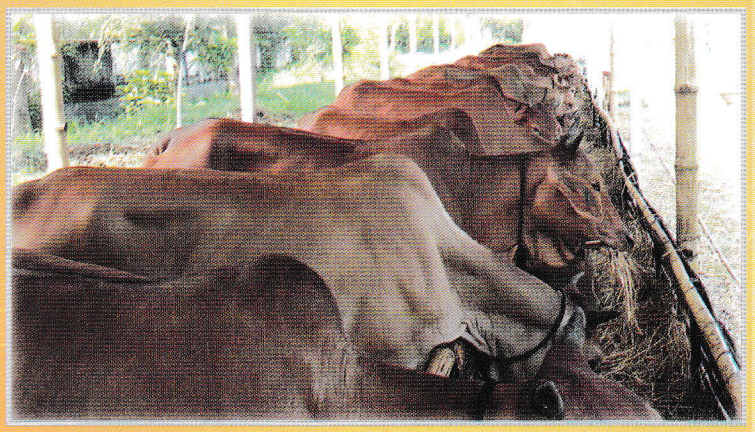

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে (বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ) পাবনা জাত গরুর নিউক্লিয়াস হার্ড

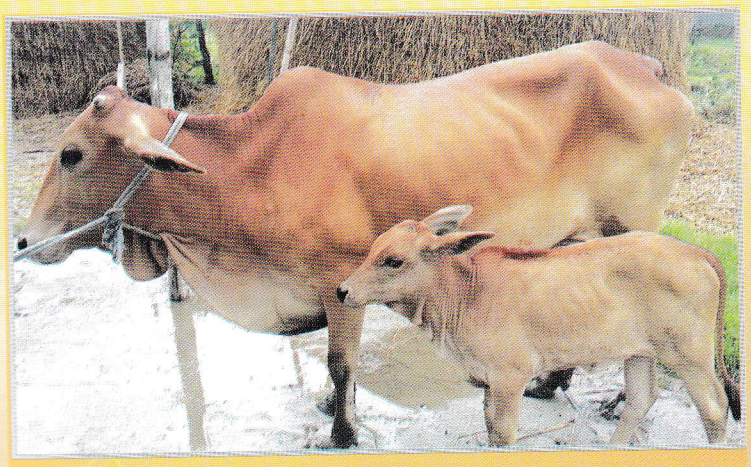

খামারী পর্যায়ে পাবনা জাতের গরু

পাবনা গরুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

পাবনা জাতের গরু দেখতে অনেকটা শাহীওয়াল জাতের মত হলেও কান, নাভি, গুঁজ ও গলকম্বলের আকার ও আকৃতি তুলনামূলকভাবে ছোট। এদের গায়ের বর্ণ সাধারণত হালকা লাল হয়ে থাকে। তবে হালকা লাল বর্ণের মধ্যে কখনো কখনো ধূসর বা সাদা বর্ণের আভা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে খামার এবং মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই জাতের গরুর দৈহিক দৈর্ঘ্য (স্কন্ধ হতে পিন পয়েন্ট), বুকের বেড় এবং উচ্চতা যথাক্রমে গড়ে প্রায় ১২১-১২৩ সে.মি., ১৪৭-১৫১ সে.মি. এবং ১১১-১১৮ সে.মি.।

পাবনা জাতের উল্লেখযোগ্য কৌলিকগুণসমূহ

পাবনা জাতের পূর্ণ বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন গড়ে ৩০০-৩৫০ কেজি এবং গাভীর ওজন ২০০-২৫০ কেজি হয়ে থাকে। সদ্য প্রসব করা এবং প্রসব পরবর্তী তিন মাস বয়সে বাছুরগুলোর গড় ওজন যথাক্রমে ১৯ কেজি এবং ৫৪ কেজি, যেখানে দৈনিক গড় বৃদ্ধির পরিমান প্রায় ৪০০ গ্রাম। বকনাগুলো সাধারণত ৩-৩.৫০ বছর বয়সে প্রথম বাছুর প্রসব করে এবং প্রসব পরবর্তী ৫০-৬০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়। গবেষণা হতে প্রতীয়মান যে খামারী পর্যায়ে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় এদের দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন বর্তমানে ৪-৫ লিটার যা নিবিড় পালন ব্যবস্থাপনায় খামার পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১০ লিটার পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। গবেষণা হতে এপর্যন্ত উক্ত জাতের গরুর দুধের চর্বি, চর্বিবিহীন

কঠিন, শর্করা, আমিষ এবং খনিজ পদার্থের গড় পরিমাণ যথাক্রমে ৬.১৭%, ৮.৬৫%, ৪.৪৫%, ৩.৫৩% এবং ০.৬৮% পর্যন্ত নথিভুক্ত করা হয়েছে । আশা করা যায় সঠিক নির্বাচন এবং উক্ত বাছাই পরবর্তী নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম প্রজননে উপরোক্ত কৌলিকগুণসমূহের পর্যায়ক্রমিক উন্নতি হবে ।

চলমান গবেষণা কার্যক্রম

দেশীয় এই জাতটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর এবং এর আবহাওয়া উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে অধিক দুধের টেকসই সংকর জাত তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিগত ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাবনা জাতের গাভীর সাথে বাছাইকৃত উন্নত মানের পাবনা ষাঁড় এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিশুদ্ধ ফ্রিজিয়ান জাতের (১০০%) সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে যথাক্রমে অধিক কৌলিকগুণ সম্পন্ন পাবনা এবং টেকসই ৫০% পাবনা-৫০% ফ্রিজিয়ান সংকর জাত উৎপাদন করা হচ্ছে, যা কয়েক বংশানুক্রম পর্যন্ত পরিচালিত হবে ।

উপসংহার

যেহেতু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে পাবনা জাতের গরুর অস্তিত্ব আজ প্রায় হুমকির সম্মুক্ষীন, তাই পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে এই জাতটি সংরক্ষণের পাশাপাশি কৌলিকগুণসমূহের উন্নয়ন এবং উক্ত জাতের কোন নিয়ন্ত্রিত সংকরায়ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই কিনা তা যাচাই করাও অত্যন্ত জরুরী যা বর্তমানে ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পে করা হচ্ছে ।

"দেশী গরু করলে পালন, অর্থ ও পুষ্টি পাবেন আজীবন"

"জাত যদি হয় দেশাল, গরুতে ভরবে গোয়াল"

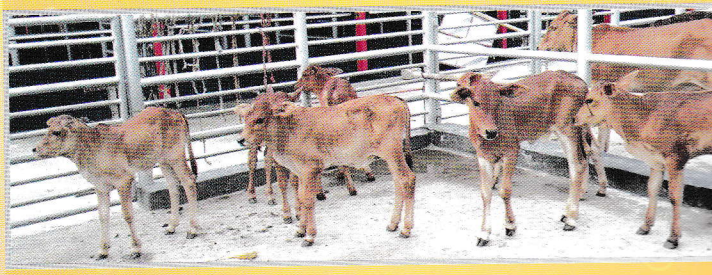

প্রধান গবেষণা সমন্বয়কারী

ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক (ডিডিআরপি), বিএলআরআই সাভার, ঢাকা ।

গবেষণা, রচনা, সম্পাদনা ও প্রচ্ছদ

ড. মোঃ শাহজাহান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডেইরী ব্রিডিং জেনেটিক্স), ডিডিআরপি, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ।

গবেষণা সহযোগীতায়

মোঃ রেজওয়ানুল হাবীব, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
সিরাজুম মুনিরা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
ডাঃ মোঃ আবু হারিছ মিয়া, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
মোঃ মোস্তাইন বিল্লাহ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
মোঃ সালাহউদ্দীন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
ডাঃ শেখ মাসুদুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডিডিআরপি)
মোঃ ইউসুফ আলী, ইনচার্জ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই আর এস, বাঘা
ড. এ. কে. ফজলুল হক ভুঁইয়া, প্রফেসর, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
ড. জহিরুল হক খন্দকার, প্রফেসর, পশু পুষ্টি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ডিডিআরপি প্রকাশনা নং-০১
প্রথম সংস্করণঃ ৫০০ (পাঁচশত) কপি
প্রকাশকালঃ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ

ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১,
ফোন ঃ ০২-৭৭৯২২০৯, ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯২২০৯
ই-মেইল ঃ talukder1963@yahoo.com